

পবিত্র ঈদুল ফিতর ১৪৪৩ হিজরি উপলক্ষে

**‘আল কায়দা উপমহাদেশ’** শাখার পক্ষ থেকে

সমস্ত মুসলিমদের প্রতি, বিশেষ করে উপমহাদেশের মুসলিমদের প্রতি

**‘বিশেষ বার্তা’**

**অনুবাদ ও প্রকাশনা**

**-মূল প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য-**

**মূল নাম:**

عید الفطر 1443 ھ کے موقع پر

القاعدہ برّصغیر کی جانب سے

تمام اہلِ ایمان بالخصوص مسلمانانِ برّصغیر کے نام پیغام

**পৃষ্ঠা:** ৭ পৃষ্ঠা

**প্রকাশের তারিখ:** ২৮ রামাদান ১৪৪3 হিজরি, ২৮ এপ্রিল ২০২2 ঈসায়ী  
**প্রকাশক:** আস সাহাব মিডিয়া (উপমহাদেশ)

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم**

**الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وبعد**

আমরা সারা বিশ্বের মুসলিমদের, বিশেষভাবে উপমহাদেশের মুসলিমদেরকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি তিনি যেন নিজ অনুগ্রহে মুমিনদের রোযা, নামাযসহ সকল নেক আমলগুলো কবুল করে নেন। আমাদেরকে জান্নাত দান করেন, জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন এবং আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।

নিঃসন্দেহে ‘ঈদ’ মুমিনদেরকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে - তাদের সকল খুশি ও আনন্দ - একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের মাঝেই নিহিত। ‘ঈদ’ এই বার্তাও দেয় যে - মুসলিমদের ইজ্জত ও সম্মান শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনিত দ্বীনের অনুসরণ এবং এই দ্বীনকে নিজের সম্মান ও মর্যাদার উপায় হিসেবে মেনে নেয়ার মাঝেই নিহিত। ‘ঈদ’ মুমিনদের আরও স্মরণ করিয়ে দেয় - যে কপাল সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার কুদরতি পায়ে অবনত হয়, তা জীবনের আর কোন ক্ষেত্রে কোন গায়রুল্লাহ’র সামনে অবনমিত হয় না।

মুসলিম উম্মাহর মাঝে ‘ঈদ’ এই শিক্ষাগুলো এমন এক সময়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যখন পুরো বিশ্বে মুসলিম জাতি আজ পরাজিত, পশ্চাৎপদ ও অসহায় অবস্থায় আছে। ঐক্যবদ্ধ বিশ্বকুফরি শক্তির অত্যাচারে উম্মাহ আজ নিষ্পেষিত। উপমহাদেশের মুসলিমদের অবস্থাও ব্যতিক্রম নয়। ‘কাশ্মীর’ এবং ‘কাশ্মীরের মুসলিম’রা যুগ যুগ ধরে ভারতীয় বাহিনীর দ্বারা নির্যাতিত হয়ে আসছে। এমনকি ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থানরত সংখ্যালঘু মুসলিমরা, সংখ্যাগরিষ্ঠ উগ্র হিন্দুদের নির্যাতনের মধ্যে জিম্মি অবস্থায় আছে। ভারতের মুসলিমরা আজ হিন্দুত্ববাদী মুশরিকদের দ্বারা গণহত্যার শিকার হবার দ্বারপ্রান্তে। রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে তাদের আরাকানের বাড়ি ও সম্পত্তি রেখে জোরপূর্বক পালিয়ে আসতে বাধ্য করা হয়েছে।

‘জীবন যাপনের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ বিধান ইসলাম’ – এ বিশ্বাস অন্তরে লালন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করা - আজ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে অপরাধ। ইসলামপ্রীতি যাদের মধ্যে আছে বা ইসলামী জীবনযাপন যারা করতে চায় তাদেরকে সবচেয়ে জঘন্য ‘অপরাধী’ বলে আখ্যা দেয়া হচ্ছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

**وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلميَقُولُ**

**«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»**

“যখন তোমরা ঈনা (নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পুনরায় মূল্য কম দিয়ে ক্রেতার নিকট হতে ঐ বস্তু ফেরত নেয়া) কেনা-বেচা করবে, গরুর লেজ ধরে নেবে এবং চাষবাসেই তৃপ্ত থাকবে, আর আল্লাহর পথে জিহাদ করা বর্জন করবে - তখন আল্লাহ তোমাদেরকে অবমাননার অবস্থায় ফেলবেন। আর তোমরা দ্বীনে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তোমাদের উপর থেকে এটা অপসারিত করবেন না”। (আবু দাউদ - ৩৪৬২)

রমজানুল মোবারকের বরকতময় এই মাসে যেমনিভাবে একজন মুমিন আল্লাহর দিকে ঝুঁকে তেমনিভাবে তার উচিত হল - দ্বীনের সকল বিধান পরিপূর্ণভাবে পালন করার মাধ্যমে আল্লাহর অনুগত হওয়া। আংশিক দ্বীন পালন বাদ দিয়ে, পূর্ণাঙ্গ দ্বীন পালনে মনোযোগী হওয়া। বাতিলের সাথে আপোষ করা ছাড়তে হবে। বাতিলের তোষামোদি করা পরিহার করতে হবে। সত্য ও ন্যায়ের ঝাণ্ডা উড্ডীন করার পথে অটল থাকতে হবে।

বাতিলের শক্তি নিঃশেষ করতে জিহাদ ও কিতালের পথের কোন বিকল্প নেই। একমাত্র এই পথেই সারাবিশ্ব তাওহীদের পতাকার ছায়াতলে আসবে। মুসলিমদের লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের সমাপ্তি ঘটবে, ইজ্জত-সম্মান ও উন্নতি-অগ্রগতি নিশ্চিত হবে। এ পথেই রয়েছে কল্যাণ, শান্তি ও সকল প্রকার নিরাপত্তা।

উপমহাদেশের মুসলিমদের সফলতার এবং কল্যাণের একমাত্র চাবিকাঠি হল - পরিপূর্ণ দ্বীন আঁকড়ে ধরা এবং দ্বীনের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। উপমহাদেশের মুসলিমদের কাছে এখন সময়ের দাবি হল – আপনারা কাশ্মীর জিহাদকে সদা সক্রিয় রাখবেন এবং আপনাদের হাত, সম্পদ, সম্মতি ও সমর্থনের দ্বারা একে সুসংহত করবেন। কাশ্মীরের মাধ্যমেই উপমহাদেশে সকল অনিষ্টের মূল হোতা ও আগ্রাসী শক্তি ভারতের শক্তি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। আর ইনশাআল্লাহ এটিই গাযওয়াতুল হিন্দের সূচনা হবে।

ভারতের মুসলিমগণ নিজেদের ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ও সম্মান রক্ষায় ‘সেক্যুলারিজম’ এবং ‘গণতন্ত্রের’ ধোঁকা থেকে নিজেদের মুক্ত করুন। নিজ ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। উগ্র হিন্দুত্ববাদী দলগুলোকে মোকাবেলা করতে নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হন। এমনভাবে তাদের মোকাবেলা করুন, যেন ভবিষ্যতে তারা আর কোন ধরনের সহিংসতার সাহস না করে।

পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মুসলিমরা শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হন। শরিয়তের শাসনের পক্ষে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন। দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে উম্মাহর সন্তানদের নিয়ে এমন এক জামায়াত তৈরি করুন যারা শরীয়তের দুশমনদের সকল বাধা মোকাবেলা করতে পারবে। এই জামায়াত ইসলামের শত্রুদের প্রবল বাধাতেও অটল অবিচল থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করবে।

আমরা মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে - সে সময় বেশি দূরে নয়, যখন উপমহাদেশে পুনরায় ইসলামের বিজয় হবে এবং মুসলিমরা তাদের মর্যাদা ফিরে পাবে। গাযওয়াতুল হিন্দ সফলতার মুখ দেখবে। কাফের সরদারদের শিকল পরিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

বিজয়ের এই সুসংবাদ শুধু উপমহাদেশের জন্য নয় বরং এর মাধ্যমে সারা পৃথিবীতেই ইসলামের বিজয়ের আওয়াজ উঠবে। মুসলিমদের শক্তি ও সম্মান ফিরে আসবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস শরীফে আমাদের এই সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

**عَن الْمِقْدَاد بن الْأسود قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ كلمة الاسلام بعز عَزِيز أَو ذل ذليل إِمَّا يعزهم الله عز وَجل فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا**

**رَوَاهُ أَحْمد**

"মিক্বদাদ ইবনু আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত –

তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, এ জমিনের উপর এমন কোন মাটির অথবা পশমের ঘর (তাঁবু) বাকী থাকবে না, যে ঘরে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দিবেন না। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে আর লাঞ্ছিতের ঘরে লাঞ্ছনার সাথে তা পৌঁছাবেন। আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে সম্মানিত করবেন তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুলের উপযুক্ত করে মর্যাদাবান ও গৌরবময় করে দিবেন। পক্ষান্তরে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, তাদের আল্লাহ তায়ালা লাঞ্ছিত করবেন এবং তারা এ কালিমার প্রতি অনুগত হবার জন্য বাধ্য হবে”।

আমি (মিক্বদাদ) বললাম, তখন তো সমগ্র বিশ্বে আল্লাহরই দ্বীন (প্রতিষ্ঠিত) হয়ে যাবে। (অর্থাৎ- সকল দ্বীনের উপরই ইসলাম বিজয়ী হবে)। "(মুসনাদে আহমদ, ২৩৮১৪)

এই সফলতা অর্জনের শর্ত হল - সম্মান ও মর্যাদার পথ অনুসরণ করতে হবে। এটা সেই পথ যে পথে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর অনুগত হয়ে ‘জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ’তে অংশগ্রহণ করতে হয়। এই পথে উপমহাদেশের মুসলিমদের সাথে আমরাও সহযাত্রী হব ইনশাআল্লাহ। উম্মাহর হারানো সম্মান ফিরে পেতে আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করবো না ইনশাআল্লাহ। ইসলামের শত্রুরা ‘জঙ্গিবাদ’ ও ‘সন্ত্রাসের’ দোহাই দিয়ে আমাদেরকে মুসলিমদের থেকে বিভক্ত করে রাখতে চায়। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা কখনোই এতে সফল হতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

আসুন ঈদের দিন আমরা সবাই মিলে আল্লাহর নিকট নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আজকের দিন থেকেই আল্লাহর সব বিধান পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেই। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যা করা লাগবে তাই করার দৃঢ় সংকল্প করি। আসুন, আল্লাহর কাছে ওয়াদা করি যে - আমেরিকা, ইসরাইল, ভারতসহ তাদের সকল অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবো এবং তাতে অবিচল থাকবো। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের যে কোন পদক্ষেপকে আমরা প্রতিরোধ করবো ইনশাআল্লাহ।

হে আল্লাহ! আপনি এই উম্মাহকে যথা সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন - যাতে আপনার অনুগত বান্দারা সম্মানিত হয়, আর অবাধ্যরা হয় লাঞ্ছিত। আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকারের উপর পরিপূর্ণ আমল করার তাওফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মানিত করুন এবং মুজাহিদদের সাহায্য করুন, আমীন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম এবং সমস্ত উম্মাহর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।

**وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين**

**\*\*\*\*\*\*\***